মঙ্গলচন্ডী শক্তিপীঠ

উজানী শক্তিপীঠ / শ্রী মঙ্গলচন্ডী শক্তিপীঠ মন্দির
অবস্থান: কোগ্রাম, নুতনহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- 713147

মঙ্গল চন্ডিকা শক্তিপীঠকে হিন্দুধর্মে বিখ্যাত 51 টি শক্তিপীঠের মধ্যে বিবেচনা করা হয়। মঙ্গল চন্ডিকা শক্তিপীঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার গুসকরার উজানি গ্রামে অবস্থিত। মন্দির থেকে গুসকরা রেলওয়ে স্টেশন প্রায় 20-25 কিলোমিটার দূরে।

চণ্ডী শব্দের অর্থ 'দক্ষ বা চতুর' এবং মঙ্গল অর্থ 'কল্যাণ,' দেবী, যিনি কল্যাণকর কাজে দক্ষ, মঙ্গল চন্ডিকাকে আত্তীকরণ করেন। তাছাড়া দুর্গাকে বলা হয় চণ্ডী, আর পৃথিবীর পুত্রের নাম মঙ্গল।

দেবী সতীর বাম হাতের কব্জি মঙ্গল চন্ডিকা শক্তিপীঠে পড়েছিল বলে জানা যায়। দেবী সতী এবং ভগবান শিবের আধ্যাত্মিক শক্তি যথাক্রমে 'মঙ্গল চন্ডিকা' এবং 'কপিলাম্বর' রূপে স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলায় তিনটি শক্তিপীঠের মধ্যে একটি হল কোগ্রামে মা মঙ্গলচন্ডীর মন্দির। অজয় এবং তার শাখানদী কুনুরের সঙ্গমস্থলে বহু প্রাচীন জনপদ কোগ্রাম। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল উজানি, সেজন্য এই মন্দিরকে উজানি সতীপীঠও বলা হয়। উজানির উল্লেখ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল আর মনসামঙ্গল কাব্যে। একসময়ের বর্ধিষ্ণু জনপদ উজানি প্রাচীর ঘেরা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র ধনপতি সওদাগর আর মনসামঙ্গলের বেহুলা, এঁদের বাসস্থান ছিল এই উজানি।

নৌবাণিজ্যে পূর্ব বর্ধমানের আদিসপ্তগ্রাম বন্দরের গৌরবের সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। অজয় নদের মাধ্যমে নদীবাণিজ্যে যোগাযোগ ছিল আদিসপ্তগ্রাম বন্দরের। আন্দাজ করা যায় কোন এক দূর অতীতে ধনবান বণিকদের বাসভূমি ছিল এই এলাকা, যার প্রতিফলন ঘটেছিল চন্ডীমঙ্গল কাব্যে। ধনপতি সদাগরের আরাধ্যা চন্ডীর সঙ্গে, এই দেবী মঙ্গলচন্ডীর কোন ইতিহাস হয়ত একাকার হয়ে আছে। আজ অবশ্য সেই জনপদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। অজয়ের তীরে কোগ্রাম নিতান্তই অবহেলিত, অতিসাধারণ একটি গ্রাম, মন্দিরটি ছাড়া যার আর কোন তাৎপর্যই নেই।

একটি পাঁচিল ঘেরা অত্যন্ত সাদামাটা, দালান ঘরানার মন্দির। বাইরে থেকে প্রথম দেখায় কোন সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ী বলে ভুল হতে পারে। মন্দিরে ঢোকার লোহার গেটের উপর বোগেনভেলিয়ার ঝাড়। ভিতরে ঢুকেই বাঁহাতে মন্দির। দেখেই বোঝা যায় এ কোন পুরানো স্থাপত্য নয়। শক্তিপীঠ বা সতীপীঠ হিসেবে এর ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও আধুনিক মন্দিরটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে না। আমার ধারণায় সতীপীঠ হিসেবে মা মঙ্গলচন্ডীর বিগ্রহ এই জায়গায় বহুদিন থেকে পূজিত হলেও অনান্য সতীপীঠের মত কোন রাজা বা ধনী

জমিদারের অর্থানুকূল্য পায়নি। ফলে সেভাবে কোন জমকালো মন্দিরও গড়ে ওঠেনি। সাধারণ ভক্তদের দানে যেটুকু সম্ভব সেটুকুই হয়েছে।

এখানে দেবী মঙ্গলচন্ডী রূপে পূজিতা, ভৈরব কপিলাম্বর। কথিত আছে এখানে সতীর ডান হাতের কব্জী পড়েছিল।

বিগ্রহ কষ্টিপাথরের তৈরী। একটি কাঠের জলচৌকির উপর বসানো কাঠের সিংহাসনে দেবীর অধিষ্ঠান। জলচৌকি আর সিংহাসন দুটিতেই কাঠের উপর লতাপাতার কাজ, সোনালী রং করা। দেবী দশভূজা, দূর্গার অবতার। তবে ফুল মালায় ঢাকা থাকার জন্য শুধু মুখমন্ডল দৃশ্যমান থাকে। ত্রিনয়নী দেবী মুর্তি। চোখগুলি সম্ভবতঃ সোনার। মাথায় রুপোর মুকুট। বিগ্রহে প্রাচীনত্বের ছাপ স্পষ্ট। ঠিক পাশেই মার্বেলের বেদীর উপর একটি ছোট কাঠের খাট, শয়ান দেওয়ার জন্য। তার পাশে ভৈরব কপিলাম্বরের লিঙ্গ।

দেবীর নিত্যপূজায় অন্নভোগ দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে নিয়মিত মৎস্যভোগ দেওয়ার রীতি আছে। দেবী যেহেতু দূর্গার অবতার রূপে পুজিতা, আশ্বিনমাসে দূর্গাপূজার সমস্ত রীতি মেনেই মহা ধুমধামে চারদিন ধরে পুজা হয়। পূজার চারদিনই বলি হয়, তবে শুধুমাত্র নবমীর দিন পাঁঠা বলি হয়। বাকি সপ্তমী, অষ্টমী আর দশমীর দিন চালকুমড়ো, আখ ইত্যাদি বলি হয়। কালীপূজার দিন দেবী মঙ্গলচন্ডী রূপে পূজিতা হন।

মন্দির খোলার সময় সকাল আটটা। দুপুরের ভোগের পর মন্দির বন্ধ হয় দেড়টার সময়। আবার মন্দিরের দরজা খোলে বিকেলে চারটেয়। অবশ্য বন্ধ থাকলেও দর্শনের কোন অসুবিধা হয় না, শুধু পুজো দিতে পারবেন না। পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসাই ভালো কারণ আশেপাশে কোন দোকান পাবেন না।

অত্যন্ত শান্ত, নির্জন পরিবেশে মন্দিরটি। কোন ভিড় হৈ হট্টগোল, পান্ডা, ভিখারীদের উপদ্রব, কিছুই নেই। কোন জোর জুলুম নেই, পুজো দিতে চাইলে নিজের মত করে পুজো দেওয়া যায়।

মন্দিরের ঠিক পিছন দিক দিয়ে অজয় নদ বয়ে যাচ্ছে। অজয়ের ধারে গেলেও খুব ভালো লাগবে। পিছনদিকেই ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে অজয়ের বুকে। এখানে অজয় বিরাট চওড়া। আমি যখন গিয়েছিলাম, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়, তখন জল প্রায় নেই। নদীর বুকে ধুধু করছে বালির চরা, মাঝে মাঝে জলের রূপালী রেখা।